রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৬ সনের ১৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৭, ২০১৬

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩১—২৫৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৯৭—৩০৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৩১—৪৭২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন-১ অধিশাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ০১ পৌষ ১৪২২/১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৫.০৪৯.১১-৫৮৪—অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১ এর ২৩-০৪-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.১৫১.০১৫. ০০.০০.০২.২০১৫/১৪২ সংখ্যক স্মারক ও বাস্তবায়ন অধিশাখা-২ এর ১৭-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৫.০১৫.১৪-৯৮ নম্বর স্মারক পত্রে প্রদত্ত সম্মতি; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি; এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০-১০-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০২৭.১৫-৩১৮ সংখ্যক স্মারকে প্রেরিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় বাকলিয়া, কাট্টলী ও পতেঙ্গা সার্কেল ভূমি অফিসের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ০৩(তিন)টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছিঃ

ক্রম	পদের নাম	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুসারে)	বেতন নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি	পদের সংখ্যা
(১)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	টা. ১১,০০০—২০,৩৭০/-(নবম গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে	০৩(তিন)টি

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত হতে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩। বিধি মোতাবেক সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৫.০৪৯.১১-৫৮৫—অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১ এর ১৫-০৪-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.১৫১.০১৫. ০৫.০০.০০২.২০১৫-১২৫ সংখ্যক স্মারক ও বাস্তবায়ন অধিশাখা-২ এর ১৭-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৫.০১৫.১৪-৯৯ নম্বর স্মারক পত্রে প্রদত্ত সম্মতি; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি; এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০-১০-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০২৭.১৫-৩১৯ সংখ্যক স্মারকে প্রেরিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নাটোর জেলার নলডাঙ্গা ভূমি অফিসের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ০১(এক)টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছিঃ

ক্রম	পদের নাম	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুসারে)	বেতন নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি	পদের সংখ্যা
(১)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	টা. ১১,০০০—২০,৩৭০/-(নবম গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে	০১(এক)টি

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত হতে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩। বিধি মোতাবেক সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

খালেদা আখতার
উপসচিব।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ পৌষ ১৪২২/১৩ জানুয়ারি ২০১৬

নং ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.২৩.১৪-১০(১)—ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকায় ২৫ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত এনডিসি-২০১৫-এ নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন এবং কোর্সটি সফলভাবে সমাপ্ত করেছেনঃ

ক্রঃনং	নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি ও কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ রকিব হোসেন (৪০১২)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২)	জনাব মোঃ ওমর ফারুক (৩৬৩৫)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৩)	জনাব আনিছ আহমদ (৪৭৪৩)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৪)	জনাব রঞ্জিত কুমার সেন (৪৭৯৭)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৫)	আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন (৪৯৫১)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৬)	বেগম শামিমা ইয়াছমিন (৫২১০)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৭)	জনাব মোঃ জাফর ইকবাল (৫২৫৪)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৮)	জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান (৫৩৩৬)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(৯)	বেগম ফৌজিয়া জাফরীন (৫৪০৯)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(১০)	জনাব শাহিদ হাসান (৭৩২৭)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(১১)	বেগম রৌশন আরা বেগম বিপি নং-৬২৮৮১২৩৭৭২	ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ।
(১২)	জনাব মুহাম্মদ মাহবুব মুহসীন, বিপি নং-৬৩৮৮০০০০১৯	ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ।
(১৩)	জনাব এ.কে.এম. মজিবুর রহমান ভূঁঞা আইডি নং-০৬৪	মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। এনডিসি-২০১৫ সফলভাবে সমাপ্ত করায় উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে তাঁদের নামের সাথে 'এনডিসি' প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দা মাছুমা খানম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৬-৩০—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ০৭ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব খন্দকার মোরাদ হোসেন, সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ এর স্থলে জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা-কে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৭.১৬-৩৭—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ১০(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্প্রতি অবসরে যাওয়া সরকারের সচিব জনাব পরীক্ষিত দত্ত চৌধুরী-কে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদে চেয়ারম্যান হিসেবে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৮.১৬-৩৮—আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ১৯৯৫ এর ১০(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মেজর জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দীন, পিএসসি-কে যতদিন তিনি আনসার ও ভিডিপি'র মহাপরিচালক থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাঈদ কুতুব
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ পৌষ ১৪২২/১১ জানুয়ারি ২০১৬

নং পিটি/শাখা-২/১পি-২৬/২০০৯-১২—যেহেতু, বিলুপ্ত বিটিটিবি বর্তমানে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ইতোপূর্বে ২০০১-২০০২, ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স, বাসাবো, খিলগাঁও, ঢাকা এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স, সাভার পদে কর্মরত থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে "৪৯০০-রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত" খাতে বিধি বহির্ভূতভাবে মোট (১৪,৯৩,৫৬৯+ ৪৭,৩৮,২২৭+৩৪,৭৫,২১০)=৯৭,০৭,০০৬ (সাতানব্বই লক্ষ সাত হাজার ছয়) টাকা বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ আনা হয়। উক্ত অভিযোগে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয় এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের পরিচালক (ডাক) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা বিগত ২৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে পিএন্ডটি ম্যানুয়েল ২য় খন্ডের ৭৮৩(১) ধারা অনুযায়ী উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা হয়নি এবং উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় অনিয়মিত ব্যয় কি-না, সে বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি, বিধায় উক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা এবং অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেয়া হয়;

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার অধিকতর তদন্তে তদন্ত কর্মকর্তা সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সরকারি নিয়ম-নীতির প্রতি যত্নশীল ছিলেন না এবং এরূপ বাজেট অতিরিক্ত ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায় মর্মে মতামত প্রদানপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

৫। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন এবং Posts & Telegraph Mannual ২য় খণ্ডের ৭৮৩(১) ধারা পর্যালোচনায় উক্ত বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় অনিয়মিত ব্যয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে মর্মে তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (বর্তমানে প্রেষণে বিটিসিএল-এ ন্যস্ত)-কে তার এ অনিয়মিত ব্যয় "অসদাচরণ" হিসাবে গণ্য করে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত হল।

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (বর্তমানে প্রেষণে বিটিসিএল-এ ন্যস্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধিমতে "তিরস্কার" দণ্ড এবং ৪(২)(ডি) বিধিমতে সরকারি আর্থিক ক্ষতির বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯৭,০৭,০০৬ (সাতানব্বই লক্ষ সাত হাজার ছয়) টাকা দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়ের আদেশ প্রদান করা হল।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৬ পৌষ ১৪২২/২০ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪-৭৬৫—সুস্থ ধারার মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুলাই ২০১৪ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪. ৪২৭ নং প্রজ্ঞাপনে গঠিত 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি' আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৭১ মুন্সিগঞ্জ-১

(৩) বেগম সিমিন হোসেন (রিমি), মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৯৭ গাজীপুর-৪

(৪) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

(৬) ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৭) জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

(৮) জনাব মতিন রহমান, চলচ্চিত্র পরিচালক

(৯) ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১০) জনাব মামুনুর রশীদ, নাট্যকার ও অভিনেতা

সদস্য-সচিব

(১১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত 'চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি' এর সুপারিশ পর্যালোচনা;

(খ) সুপারিশ পর্যালোচনান্তে সরকার কর্তৃক প্রণীত 'উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত)' এর আলোকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪-৭৬৬—সুস্থ ধারার মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে অনুদান কমিটির কাজে সহায়তা প্রদানকল্পে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুলাই ২০১৪ তারিখের ১৫.০০. ০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪২৯ নং প্রজ্ঞাপনে অনুদান কমিটিভুক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান উপ-কমিটি' আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

(৩) জনাব মতিন রহমান, চলচ্চিত্র পরিচালক

(৪) ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য-সচিব

(৫) যুগ্মসচিব/উপসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সভাপতির অনুমোদন/নির্দেশক্রমে উপ-কমিটির কার্যক্রম ও দায়িত্ব পরিচালনা;

(খ) সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণকালে রাশ প্রিন্ট দেখে নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের মান নিরূপণ এবং অনুদানের অর্থের কিস্তি ছাড়করণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(গ) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

তারিখ, ১৫ পৌষ ১৪২২/২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং তম/চলচ্চিত্র/সেবো-১১/২০১১/৭৮৪—জনাব মিজানুর রহমান শামীম, প্রযোজক, মিউরাল পিকচার্স, ৭৩ কাকরাইল, ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক নির্মিত 'ধ্বংস মানব' নামক চলচ্চিত্রটি সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ (সংশোধিত ২০০৬) এর ৪বি(১) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমস্ত বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণ-সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২২/৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৪২.১৫-৪৪৫(ক)—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ (পরিচিতি নম্বর ১২৮), সহকারী পরিচালক প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর বিরুদ্ধে পারিবারিক কলহের বিষয় দাপ্তরিকীকরণসহ ভারসাম্যহীন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচরণের জন্য 'প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারী (শ্রেণীবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৬১'-এর ৭(২) উপবিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৪২.১৫-৩৫৪ সংখ্যক স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ (পরিচিতি নম্বর ১২৮), সহকারী পরিচালক ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা পূর্বক 'প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারী (শ্রেণীবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৬১'-এর ৮(১)(এ) অনুযায়ী তাঁকে তিরস্কার করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সিনিয়র সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ২৯ পৌষ ১৪২২/১২ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.০৪৯.১৩-১৫-১১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	হেতালিয়া	১৬	মহেশখালী	কক্সবাজার
(২)	সোনাদিয়া	১৯	মহেশখালী	কক্সবাজার
(৩)	দীনেশপুর	১১	মহেশখালী	কক্সবাজার
(৪)	হামিদরদিয়া	৩০	মহেশখালী	কক্সবাজার

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৪১.২০১০-১২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	সুন্না	৬১	বাসাইল	টাঙ্গাইল
(২)	বাঐখোলা	৪৪	বাসাইল	টাঙ্গাইল
(৩)	বালিনা	৫৩	বাসাইল	টাঙ্গাইল
(৪)	পূর্বপৌলি	৭৩	বাসাইল	টাঙ্গাইল
(৫)	কাঞ্চনপুর	৬৮	বাসাইল	টাঙ্গাইল

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.০৫৫.২০১১-১৩—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	পূর্ব্ব দূর্গাপুর	১৫৮	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(২)	কৃষ্ণপুর	১০৬	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৩)	লোলাই	০২	লাকসাম	কুমিল্লা
(৪)	ছোট ছোলন্ডা	১৫	লাকসাম	কুমিল্লা
(৫)	শ্রীপুর	১৬	লাকসাম	কুমিল্লা
(৬)	চন্দ্রপুর	১৮	লাকসাম	কুমিল্লা
(৭)	মহিষবন্দ	২০	লাকসাম	কুমিল্লা
(৮)	সৈদপুর	২৬	লাকসাম	কুমিল্লা
(৯)	উত্তর ফতেপুর	৩৬	লাকসাম	কুমিল্লা
(১০)	কালীকাপুর	৭৪	লাকসাম	কুমিল্লা
(১১)	বারাহীপুর	৮১	লাকসাম	কুমিল্লা
(১২)	কাকসার	১১৭	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৩)	আলীশ্বর	১১৮	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৪)	সেরপুর	১১৯	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৫)	আমুদা	২৩২	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৬)	ভাটবাড়ীয়া	২৭০	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৭)	পূর্ব্ব আতাকরা	২৮৮	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৮)	আমদুয়ার	৩১০	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৯)	সাতেশ্বর	৩২৬	লাকসাম	কুমিল্লা
(২০)	দক্ষিণ চাঁদপুর	৩৩৩	লাকসাম	কুমিল্লা
(২১)	আঙ্গারিয়া	৩৩৪	লাকসাম	কুমিল্লা
(২২)	তাজের ভোমরা	৩০৬/৪৫৫	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৩)	কঙ্গাই	১৮	চান্দিনা	কুমিল্লা
(২৪)	ফলকামুড়ী	৬৫	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৫)	কাচিপুখরিয়া	১০৮	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৬)	পশ্চিম বড়ইয়া	১২৩	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৭)	উত্তর হুরুয়া	১২৫	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৮)	পোম্বাইশ	১৬২	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৯)	পশ্চিম সাতবাড়ীয়া	১৭৪	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩০)	আদ্রা রামচন্দ্রপুর	১৭৬	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩১)	পশ্চিম পদুয়া	১৭৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩২)	গনকখুলি	১৮৬	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৩)	একবেড়িয়া	১৮৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৪)	হাটপুকুরিয়া	১৯৫	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৫)	দোঘই	২০৪	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৬)	দক্ষিণ হোসেনপুর	২০৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৭)	দৌলতপুর	২২৯	বরুড়া	কুমিল্লা

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৩৮)	দক্ষিণশাকতলী	১৪২	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(৩৯)	ঘোড়ামায়দান	১৫৫	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(৪০)	টর্কী	১২৩	মতলব	চাঁদপুর
(৪১)	ঠেটালিয়া	১৪০	মতলব	চাঁদপুর
(৪২)	খাসউদ্ধমদি	১৬২	মতলব	চাঁদপুর
(৪৩)	পিঙ্গরা	২৩৩	মতলব	চাঁদপুর
(৪৪)	মুলামবাড়ী	০৮	হাইমচর	চাঁদপুর
(৪৫)	নীল কমল	১৫	হাইমচর	চাঁদপুর
(৪৬)	চর হাসাদি	৩৯	হাইমচর	চাঁদপুর
(৪৭)	শালগাঁও	২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৮)	পশ্চিম ছয়বাড়িয়া	৬৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৯)	নিদারাবাদ	১৯০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫০)	ভাটীরপাড়া	২১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫১)	দক্ষিণ গোয়ালনগর	২৩১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫২)	পূর্ব কাঞ্চনপুর	২৪২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৩)	উরসীউরা	২৮৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৪)	আহম্মদপুর	১৬১	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৫)	জয়কালীপুর	১০	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৬)	হোসেনপুর	৬০	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৭)	চান্দপুর	০৮	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রাষ্ট্রতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-০২
এলএ কেস নং: ৫৩(w)/১৯৭৮-৭৯
ঘোষণাপত্র
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৪.১৪-১০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০১-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: বাহির দাসপড়া, জেএল নং: ১২১, সিট নং: ২

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫৮৩	২৪০৯	০.০৬
৫৮৩	২৪১০	০.০৩
৫৮৩	২৪১১	০.০৪
৫৮১	২৫০৬	০.১০
২৬৯	২৫০৭	০.০৮

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩০১	২৬৩০	০.০৭
৩০১	২৬৩১	০.১৫
৪৬১	২৬৩২	০.০২
৪৬১	২৬৩৩	০.০৫
৪৩৬	২৬৩৪	০.০৮
৩৬৭	২৬৩৫	০.১০
৪৩৬	২৬৩৬	০.০৬
৫৬৭	২৬৫১	০.০৮
৫৬৭	২৬৫২	০.০৮
৫৭১	২৬৫৪	০.০৩
৫৭১	২৬৫৫	০.০১
৩৬৫	৩২৬৫	০.০৪
৩৮৪	৩২৬৬	০.০৫
৬৩৯	৩২৬৭	০.০৭
১৮২, ৩৪৭	৩২৬৮	০.০৯
৪১	৩২৭০	০.০৪
১৮২, ৩৪৭	৩২৭১	০.১০
৬৭	৩২৭২	০.১২
১০৯	৩২৭৩	০.২১
৪৫৭, ৪৫৮, ৬২৯	৩২৯৬	০.১৪
২৩৫, ৪১৬	৩২৯৮	০.২১
৪৫৭, ৬২৯	৩৪৬৮	০.০৮
২৩৫, ৪১৬	৩৪৭২	০.০২
৪২	৩৪৭৩	০.১২
১৩, ২৩৫, ৪২০	৩৪৭৪	০.৫০
৩৬২	৩৪৮৩	০.০৪
১৩, ১৫	৩৪৮৬	০.২১
১২	৩৪৯৪	০.১৩
৫২৬	৩৪৯৬	০.১৮
৪, ৩২৭, ৩৯৭, ৫৪৫	৩৫০১	০.০৪
৪, ৩২৭, ৩৯৭, ৫৪৫	৩৫০২	০.০৩
৪, ৩২৭, ৩৯৭, ৫৪৫	৩৫৩০	০.১৭
		মোট=৩.৪১ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এলএ কেস নং: ০৮(w)/১৯৭৫-৭৬

ঘোষণাপত্র

ফরম নম্বর-"ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৪.১৪-১০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: দাসপাড়া, জেএল নং: ১২৩, সিট নং: ২

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫৮৯	৯০৮	০.৪৬
৪২৬	৯১০	০.০২
৫৮৯, ৬৫১	৯১১	০.০১
৬৫১	৯১২	০.১৪
১০৮	৯১৩	০.০৬
৮১৫	৯১৪	০.০২
৭৮১	৯১৫	০.০৮
৭৯৬	৯৩৯	০.১৯
৭৯৬	৯৪০	০.০৮
৩৫৬	৯৪১	০.০২
৪২৬	৯৪৬	০.২৪
১০৮	৯৪৭	০.২২
৪৪৪	১০০৫	০.০৮
১০৪	১০০৬	০.০৬
১০৬	১০১৭	০.০২
৬৬১	১০১৯	০.০৪
৬৬১	১০২১	০.০৪
৮১৬	১০২৮	০.০৮
৩৬৮	১০২৯	০.০৪
২৬৭	১০৪৯	০.২৬

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৭৮১	১৫৩১	০.০৩
৫০৫	১৫৫৮	০.০২
১০৬	১৫৫৯	০.০৫
৮১৫	১৫৬২	০.১২
		মোট=২.৩৮ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এলএ কেস নং: ০২(w)/১৯৭৫-৭৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৪.১৪-১০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: বটকাজল, জেএল নং: ১১৬, সিট নং: ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৭০৩	৫২৫৮	০.১০
৩২২	৫২৫৯	০.১৮
৬৩৩	৫২৬১	০.১২
৩২০, ১০৮৮	৫২৬৩	০.৪০
৭৩৭, ১০৫৪	৫২৬৪	০.০৬
৭৩৭, ১০৫৪	৫২৬৬	০.১২
১০৫৭	৫২৬৮	০.৪২
৫৬০	৫২৬৯	০.৪০
৫৫২	৫২৭২	০.৪০
৫৫	৫২৭৩	০.২৪

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৮৬৭	৫২৭৪	০.১০
৩৯৪	৫২৭৫	০.০৮
৩৪৬	৫২৭৬	০.১০
৮৬৫	৫২৭৮	০.১০
৮৬৫	৫২৭৯	০.০৮
২৫৫, ৭৮০	৫২৮১	০.১৩
৮৬৭	৫২৮২	০.০৬
৫৭২, ৮০৭, ১০৫৬	৫২৮৩	০.০৩
৩৯৪	৫২৮৪	০.০৮
৫৭৪	৫২৮৫	০.০৮
৩৯৪, ৫৭২, ৮০৭	৫২৮৬	০.১৫
৪৬২	৫২৮৭	০.১২
৩৪৬	৫২৮৮	০.১১
৮৬৬	৫৪৪০	০.১২
৪৩২, ৬৯২	৫৪৪২	০.১৩
৬৯২	৫৪৪৩	০.০৪
৫২৫	৫৪৪৪	০.০৪
৬৯২	৫৪৪১	০.১৩
৩২৭	৫২৮০	০.১৪
		মোট=৪.২৫ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এলএ কেস নং: ১৬(w)/১৯৭৫-৭৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৪.১৪-১০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-০২-১৯৭৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: নওয়ামালা, জেএল নং: ১১৮, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫৭২	১	০.১৪
১১৩২	২	০.৫৪
১৪৯	৩৪	০.২৪
৫৭১	৩৫	০.৩৬
৬৭০	৩৬	০.১৬
৬৭০	৩৭	০.০৫
৫৭১	৩৮	০.২০
১৪৯	৩৯	০.১৭
৫৭১	২৯৮	০.০৩
৫৭১	৩০০	০.১৫
৬৭০	৩০১	০.১০
৫৭১	৩০২	০.২০
৪২৯	৩০৩	০.২৮
১২২৭	৩০৪	০.১২
৭৬০	৩০৫	০.০৪
২	৩০৬	০.০১
৭৬০	৩০৭	০.০৬
৪২৯, ৬৭১	৩০৮	০.২৫
১২২৭	৩০৯	০.২০
৮৩৪	৩১০	০.০৭
৪২৯	৩১১	০.২০
৬৬	১২৩৬	০.০৮
		মোট=৩.৬৫ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এলএ কেস নং: ৩৩(w)/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৪.১৪-১০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০১-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: দাশপাড়া, জেএল নং: ১২৩, সিট নং: ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৫৯	৩৮৭৫	০.৮৩
৪৮৭	৩৮৭৬	০.১৫
		মোট=০.৯৮ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এলএ কেস নং: ৭(w)/১৯৭৫-৭৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৪.১৪-১০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: দাশপাড়া, জেএল নং: ১২৩, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩৯৮, ৪৯২, ৫৫২, ৭৭৮, ৭৭৯	৩	০.০৮
৩	৭	০.০৪
৫৪৯	৩৯৫	০.০৪
৭৬৪	৩৯৬	০.১৯
		মোট=০.৩৫ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৪ পৌষ ১৪২২/৭ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০১.১৫-০৪—যেহেতু, জনাব এ, কিউ, এম, ইকরাম উল্লাহ (পরিচিতি নম্বর ০০০২৪৭), অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (টিএমপিটিআই), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা {প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অ:দা:), সিলেট জোন, সিলেট} জরুরী প্রয়োজন ও পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়ার সত্বেও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) হিসেবে মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগের ৪টি প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের প্রস্তাব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করে পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করে। এছাড়া অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অঃদাঃ), সিলেট জোন, সিলেট হিসেবে সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের ৩টি, সিলেট সড়ক বিভাগের ৪টি এবং মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগের ০৪টি সর্বমোট ১১টি প্যাকেজের কাজ (Limited Tendering Method (LTM) এর মাধ্যমে সম্পাদনের প্রস্তাব অনুমোদন করে পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করেন;

যেহেতু, তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ১৩-৩-২০১২ তারিখের ৩৫.০১৫.০১৬.০০.০০.০০১.২০১১(অংশ-১) -৩৬ সংখ্যক অফিস আদেশে অতীব জরুরী (যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, সড়ক নেটওয়ার্ক বিপর্যয় ইত্যাদি) প্রয়োজন হলে সড়ক বিভাগের উন্নয়ন উইং প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে;

যেহেতু, তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ২৫-৪-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.২৭.০৩৪.১৩.১৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট জোনের আওতাধীন সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের (LTM) দরপত্রের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি গত ১১-৬-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১২.০১৬.০০১.১৩.১৪৩ সংখ্যক স্মারক মারফত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ১১টি প্যাকেজের কাজ কোন অবস্থাতেই অতি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার মত পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং কাজটি পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে;

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৫/২০১৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ৭-৪-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ২-৬-২০১৫ তারিখে তাঁর শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব আব্দুল হামিদ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রয়োজন ও পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া সত্বেও (LTM) প্রয়োগ করে কাজ করার সুপারিশ করার এবং অনুমোদন করার অভিযোগ সন্দেতাহীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তাঁকে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল;

সেহেতু, এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব এ, কিউ, এম, ইকরাম উল্লাহ (পরিচিতি নম্বর ০০০২৪৭), অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (টিএমপিটিআই), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা {প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অ:দা:), সিলেট জোন, সিলেট}-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.১৫-০৬—যেহেতু, শাহ্ মোহাম্মদ মুসা (পরিচিতি নম্বর ০০৫২৩৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), এইচডিএম সার্কেল, ঢাকা (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চ:দা:), সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট) তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ১৩-৩-২০১২ তারিখের ৩৫.০১৫.০১৬.০০.০০.০০১.২০১১(অংশ-১)-৩৬ সংখ্যক অফিস আদেশে অতীব জরুরী প্রয়োজন (যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, সড়ক নেটওয়ার্ক বিপর্যয় ইত্যাদি) ব্যতিত Limited Tendering Method (LTM) এর মাধ্যমে সম্পাদনে সড়ক বিভাগের উন্নয়ন উইং প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সম্মতি গ্রহণ না করে (LTM) পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াকরণ করেন;

যেহেতু, মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের ৩টি কাজ এবং সিলেট সড়ক বিভাগের ৪টি কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রস্তাব অগ্রায়ণ করে সরকারি আদেশ লংঘনসহ পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করেন;

যেহেতু, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট জোনের আওতাধীন সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের (LTM) দরপত্রের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ২৫-৪-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.০২৭.০৩৪.১৩.১৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কমিটি গত ১১-৬-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১২.০১৬.০০১.১৩.১৪৩ সংখ্যক স্মারক মারফত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৭টি প্যাকেজের কাজ কোন অবস্থাতেই অতি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার মত পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং কাজটি পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে;

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৯/২০১৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১২-৩-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১৩-৪-২০১৫ তারিখে তাঁর শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে সিলেট সার্কেলের ৭টি কাজ জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও এলটিএম পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রস্তাব অগ্রায়ণ করে সরকারি আদেশ লংঘন ও পিপিআর-২০০৮ লংঘন করেছেন বলে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তাঁকে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল;

সেহেতু, এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব শাহ্ মোহাম্মদ মুসা (পরিচিতি নম্বর ০০৫২৩৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), এইচডিএম সার্কেল, ঢাকা (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চ:দা:, সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দন্ডে দন্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৫.১৫-০৭—যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল আমিন (পরিচিতি নম্বর ০০৫০৬৬), নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ, সুনামগঞ্জ (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী চ:দা:, মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার) তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ১৩-৩-২০১২ তারিখের ৩৫.০১৫.০১৬.০০.০০.০০১.২০১১(অংশ-১)-৩৬ সংখ্যক অফিস আদেশে অতীব জরুরী প্রয়োজন (যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, সড়ক নেটওয়ার্ক বিপর্যয় ইত্যাদি) ব্যতিত Limited Tendering Method (LTM) এর মাধ্যমে সম্পাদনে সড়ক বিভাগের উন্নয়ন উইং প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সম্মতি গ্রহণ না করে (LTM) পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াকরণ করেন;

যেহেতু, মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগের ৪টি কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করে সরকারি আদেশ লংঘনসহ পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করেছেন;

যেহেতু, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট জোনের আওতাধীন সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের (LTM) দরপত্রের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ২৫-৪-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.০২৭.০৩৪.১৩.১৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কমিটি গত ১১-৬-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১২.০১৬.০০১.১৩.১৪৩ সংখ্যক স্মারক মারফত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৪টি প্যাকেজের কাজ কোন অবস্থাতেই অতি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার মত পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং কাজটি পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে;

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১০/২০১৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০৯-৩-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১৩-৪-২০১৫ তারিখে তাঁর শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগের ৪টি কাজ জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও এলটিএম পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন করে সরকারি আদেশ লংঘন ও পিপিআর-২০০৮ লংঘন করেছেন বলে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তাঁকে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল;

সেহেতু, এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ আনোয়ারুল আমিন (পরিচিতি নম্বর ০০৫০৬৬), নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ, সুনামগঞ্জ (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, চ:দা:, মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৪.১৫-০৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম (পরিচিতি নম্বর ০০১০৫০), নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ, লালমনিরহাট (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী চ:দা:, সিলেট সড়ক বিভাগ) তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ১৩-৩-২০১২ তারিখের ৩৫.০১৫.০১৬.০০.০০.০০১.২০১১(অংশ-১)-৩৬ সংখ্যক অফিস আদেশে অতীব জরুরী প্রয়োজন (যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, সড়ক নেটওয়ার্ক বিপর্যয় ইত্যাদি) ব্যতিত (Limited Tendering Method (LTM) এর মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সড়ক বিভাগের উন্নয়ন উইং প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সম্মতি গ্রহণ না করে (LTM) পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াকরণ করেন;

যেহেতু, মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিলেট সড়ক বিভাগের ৪টি কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করে সরকারি আদেশ লংঘনসহ পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করেন;

যেহেতু, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট জোনের আওতাধীন সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের (LTM) দরপত্রের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের ২৫-৪-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.২৭. ০৩৪.১৩.১৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কমিটি গত ১১-৬-২০১৩ তারিখের ৩৫.০০. ০০০০.০১২.০১৬.০০১.১৩.১৪৩ সংখ্যক স্মারক মারফত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৪টি প্যাকেজের কাজ কোন অবস্থাতেই অতি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার মত পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং কাজটি পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে;

যেহেতু তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৬/২০১৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু তিনি গত ২৫-৫-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ০৯-৭-২০১৫ তারিখে তাঁর শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে সিলেট সড়ক বিভাগের ৪টি কাজ জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও এলটিএম পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন করে সরকারি আদেশ লংঘন এবং পিপিআর-২০০৮ লংঘন করেছেন বলে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তাঁকে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল;

সেহেতু, এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম (পরিচিতি নম্বর ০০১০৫০), নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ, লালমনিরহাট (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, চ:দা:, সিলেট সড়ক বিভাগ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৫.১৪-০৯—যেহেতু, জনাব আছিফ আহমেদ (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৩২), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চ:দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর অনুকূলে ১৯-৭-২০১০ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০০৭.২০১০-৪২৭ সংখ্যক স্মারকমূলে ০১-৭-২০১০ তারিখ হতে ৩০-৬-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়াতে Transportation Engineering বিষয়ে পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ৩(তিন) বছরের প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর পিএইচডি কোর্স সম্পন্নের লক্ষ্যে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তাঁর ১৮-৪-২০১৩ তারিখের আবেদন এবং প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে গত ৮-৭-২০১৩ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০০৭.২০১০-৪৪২ সংখ্যক স্মারকের '(d) No further extension of time shall be considered in any situation' শর্তে ০১-৭-২০১৩ তারিখ হতে ৩০-৬-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত আরো ১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়;

যেহেতু, তিনি ২৮-৬-২০১৪ তারিখে অষ্ট্রেলিয়া হতে পিএইচডি কোর্স সফলভাবে শেষ করার জন্য অতিরিক্ত আরো ৩(তিন) মাস প্রেষণ মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন, যা গত ৮-৭-২০১৩ তারিখের অতিরিক্ত প্রেষণ মঞ্জুরি আদেশের শর্ত-d-এর পরিপন্থি এবং অগ্রহণযোগ্য এবং তাঁর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত প্রেষণ মেয়াদ গত ৩০-৬-২০১৪ তারিখ শেষ হয়েছে;

যেহেতু, তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্ব-পদে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন মর্মে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর গত ৬-১১-২০১৪ তারিখের ১৬৭৬-ই সংখ্যক স্মারকে এ বিভাগকে অবহিত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন;

যেহেতু তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৬/২০১৪ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ডিজারশনে থেকে আবেদন করলে কয়েকবার শুনানীর তারিখ পুন:নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তিনি শুনানীতে অংশগ্রহণ করেননি;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটিতে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক জনাব আনোয়ারর হোসেন চৌধুরী, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ১০-৯-২০১৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশন এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য গত ১৭-৯-২০১৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু তিনি নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে (Bangladesh Public service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু জনাব আছিফ আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-৬০১৯৩২), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চ:দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে, আছিফ আহমেদ (পরিচিতি নম্বর-৬০১৯৩২), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চ:দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক গত ০১-৭-২০১৪ তারিখ থেকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১০ পৌষ ১৪২২/২৪ ডিসেম্বর ২০১৫

নং যুক্রীম/যুব-১/পি-৭/২০০০-৬৭০—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনো-টাইপিং), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল-কে অষ্ট্রেলিয়া গমনের জন্যে ২৫-৮-২০১১ খ্রি: তারিখের ৩৪.০৫১.০০৮.০১০০.৪৪.২০১১-৩৫৪ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক ৪-৯-২০১১ তারিখ হতে ৩-১০-২০১১ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ৩০(ত্রিশ) দিনের জন্যে বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। উক্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে আপনি ৮-৯-২০১১ তারিখে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু অনুমোদিত ছুটির পর ৬০(ষাট) দিন অতিক্রান্ত হলেও কর্মস্থলে যোগদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক ডিজারশনের (Desertion) অভিযোগে ৮-৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখের যুক্রীম/যুব-১/পি-৭/২০০০-৩২৫(৪) নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনার কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় উল্লিখিত স্মারকে অভিযোগনামা এবং অভিযোগ বিবরণী ডাক মারফত প্রেরণ করা হলে আপনার কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি (বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১২) তদন্ত করার জন্য ২৮-৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে যুক্রীম/যুব-১/পি-৭/২০০০-৩৭৭ নং স্মারকের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক তার মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তথা অষ্ট্রেলিয়া গমনের নিমিত্ত ২৫-৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৩৪.০৫১.০০৮.০১০০.৪৪.২০১১-৩৫৪ নং স্মারক মোতাবেক ৩০ (ত্রিশ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি নিয়ে ৮-৯-২০১১ তারিখ কর্মস্থল ত্যাগ করে ধারাবাহিকভাবে বিভাগীয় মামলা রুজুর তারিখ ৮-৭-২০১২ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকা এবং দ্বিতীয়ত অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতিকালীন অর্থাৎ ৬০(ষাট) দিনের অধিককাল কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ বিধি মোতাবেক যোগাযোগ না রাখার বিষয়টি তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক কেন আপনাকে ৮-৯-২০১১ তারিখ থেকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার উপযুক্ত জবাব (যদি থাকে) এই নোটিশ প্রাপ্তির সাত(৭) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর নিকট দাখিল করার জন্য আপনাকে ৮-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনার স্থায়ী ও কর্মস্থলের ঠিকানায় ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হলে কর্মস্থলের ঠিকানা সংবলিত পত্রটি "প্রাপক নাই বিদেশে চলিয়া গিয়াছে" উল্লেখপূর্বক ফেরত আসে এবং স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত পত্রটি ফেরত না আসায় উহা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্যে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, ঢাকা নগরী উত্তর বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বর্ণিত নোটিশের বিষয়ে তথ্য প্রেরণের জন্য পিএমজি (মেট্রোপলিটন), ডাক ভবন, ঢাকা-কে পত্র দেয়া হলে ডাক বিভাগ হতে গত ২৮-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল-এর লিখিত প্রত্যয়নপত্র ও সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের ডাক পিওন এর লিখিত বিবৃতি সংবলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ করেন যে, "জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার গত ৮-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩০(ত্রিশ) দিনের ছুটি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া গমন করেন। পরবর্তীতে তিনি ৪-৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিত থেকে গত ৫-৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ যোগদানপত্র দাখিল করে ঐদিনই কর্মস্থল ত্যাগ করেন। এরপর থেকে তিনি কোথায় আছেন তা তার জানা নেই"। ডাক পিওন জনাব সৈয়দ শরফুদ্দিন তার লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি গত ১৭-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মীরের বেতকা অফিসে ১৪২ নং রেজিস্টার্ড পত্রটি পাওয়ার পর তা মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল-এর নিকট বিলি করার জন্য অফিসে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসান্তে জানতে পারেন যে, প্রাপক বিদেশ চলে গিয়েছেন।

যেহেতু, আপনার স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত পত্রটির বিষয়ে আপনার পিতা জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন সরকারের লিখিত বিবৃতিসহ প্রতিবেদন ডাক বিভাগ হতে গত ১৭-২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পাওয়া যায়। জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন সরকার বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি গত ১৭-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ আনুমানিক ১২-৩০ মিঃ পান্তি বাজার ডাকঘর এর পোস্টম্যান জনাব আবুল বাসার এর কাছ থেকে ছেলে আকতারুজ্জামান সরকার-এর নামীয় একখানা রেজিঃপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, যার নম্বর ১৪১ তাং ১৫-৪-১৪ খ্রিঃ। রেজিঃপত্রখানা তিনি সঠিকভাবে গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেন;

যেহেতু, তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশনের (Desertion) অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না মর্মে জারিকৃত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব আপনি দাখিল না করায় আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service) দণ্ড আরোপের নিমিত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৭) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত আহ্বান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় হতে ১৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৫.০৩৪.০০২.০০৯. ২০১৫/২৮৭ নং স্মারকে আপনার বিরুদ্ধে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়;

সেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক ডিজারশনের (Desertion) অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হল।

এ দণ্ডাদেশ ৮-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ পৌষ ১৪২২/৪ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৮.১৪-০৪—যেহেতু, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মাহফুজা আনোয়ার (৯১৪৬), অধ্যাপক (ইতিহাস), প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর এর বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সহকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং ২৮-১-২০১৫ তারিখে তার শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে তাঁর ছেলেকে তাঁর কলেজের পরীক্ষায় অসদুপায়ে অবলম্বন করার সুযোগ বিষয়ে তাঁর নিকট সুস্পষ্ট বক্তব্য চাওয়া হলে তিনি কোন সন্তোষজনক কারণ বা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেননি বিধায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে বিভাগীয় মামলার প্রসিডিং এর বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ৪৫৯৭/২০১৫ দায়ের করেন। উক্ত মামলার ১৬-১১-২০১৫ তারিখের রায়ের Rule Absolute পূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০-৫-২০১৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৬৮. ২৭.০০৮.১৪-১৭৯ সংখ্যক স্মারকমূলের আদেশ বেআইনি অকার্যকর মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

যেহেতু, মাননীয় হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী তাঁকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা যাবে কিনা সে বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের অডিট ও আইন অনুবিভাগের মতামত চাওয়া হলে আইন অনুবিভাগ হতে জানায় যে, রিট মামলার রায় অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানে আইনগত কোন বাধা নেই;

সেহেতু, জনাব মাহফুজা আনোয়ারকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের ১৬-১১-২০১৫ তারিখের রিট পিটিশন নং ৪৫৯৭/২০১৫ এর রায়ের আলোকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অধিশাখা ঃ ২২ (উন্নয়ন-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ পৌষ ১৪২২/৪ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩৭.০৩.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৯.১৫-০৫—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন গৌরিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ-এর জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স) জনাব মোঃ কাজী আনছার উদ্দিন গত ১৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখ হতে ১১ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত (১ বছর ১ মাস ২৬ দিন), ১৩ জুন ২০১০ তারিখ হতে ২৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ পর্যন্ত (১ বছর ৭ মাস ১৬ দিন) এবং ৩০ জানুয়ারি ২০১২ হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (২ বছর ১০ মাস ১৫ দিন) সর্বমোট ৫ বছর ৭ মাস ২৭ দিন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তার এ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের ৩৭.০৩.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৯.১৫-৫১৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও (সি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগে তার নিকট অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

২। অভিযুক্তের জবাব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধির মতামত এবং ব্যক্তিগত শুনানীকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক তাকে 'তিরস্কার (censure)' দণ্ড প্রদানসহ অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন গৌরিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ-এর জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স) জনাব মোঃ কাজী আনছার উদ্দিন-কে 'তিরস্কার (censure)' দণ্ড প্রদান করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে অর্থাৎ গত ১৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখ হতে ১১ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত (১ বছর ১ মাস ২৬ দিন), ১৩ জুন ২০১০ তারিখ হতে ২৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ পর্যন্ত (১ বছর ৭ মাস ১৬ দিন) এবং ৩০ জানুয়ারি ২০১২ হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (২ বছর ১০ মাস ১৫ দিন) সর্বমোট ৫ বছর ৭ মাস ২৭ দিন অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। তবে ভবিষ্যতে একই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ পৌষ ১৪২২/৪ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০.০৮৪.১৪.০১২.১৫/০৪—শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২০-১১-২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশকৃত 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' এবং এতদসংক্রান্ত বিধিমালা গত ১৬-১১-২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইনের ৮-ধারা অনুযায়ী কোনো হোটেল, রেস্তোরা কিংবা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত বা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভোজ্যতেল দ্বারা খাবার বা খাদ্যদ্রব্য তৈরী বা প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহারের লক্ষ্যে আগামী ১৫-৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফররুখ আহম্মদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ, ৫ মাঘ ১৪২২/১৮ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০০৯.১০(অংশ-২)-১৪—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক ২৪টি শিল্পনগরী কর্মসূচি (২য় পর্যায়)" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের রাজস্বখাতে সৃজিত নিম্নবর্ণিত ৬(ছয়) ক্যাটাগরির ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) টি অস্থায়ী ২৯-৬-২০১১ হতে ৩১-৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩(তিন) বছর ভূতাপেক্ষ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতনস্কেল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(১)	কারিগরি কর্মকর্তা	০৯ (নয়) টি	৮০০০-১৬৫৪০/- (১০নং স্কেল)
(২)	হিসাবরক্ষক তথা কোষাধ্যক্ষ	১০ (দশ) টি	৫২০০-১১২৩৫/- (১৪নং স্কেল)
(৩)	কম্পিউটার অপারেটর/করণিক তথা-মুদ্রাক্ষরিক	০৫ (পাঁচ) টি	৪৭০০-৯৭৪৫/- (১৬নং স্কেল)
(৪)	পাম্প ড্রাইভার	০৭ (সাত) টি	আউট সোর্সিং এর নীতিমালার মাধ্যমে পূরণযোগ্য
(৫)	পিয়ন/ম্যাসেঞ্জার	১২ (বার) টি	আউট সোর্সিং এর নীতিমালার মাধ্যমে পূরণযোগ্য
(৬)	দারোয়ান/গার্ড	০২ (দুই) টি	আউট সোর্সিং এর নীতিমালার মাধ্যমে পূরণযোগ্য
	মোট ৬ (ছয়) ক্যাটাগরির=	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টি	

শর্তসমূহ :

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

(খ) আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৫ হতে জারিকৃত ৭-৮-২০০৮ তারিখের অম/অবি/ব্যঃনিঃ-৫/বিবিধ-১/২০০৭/৫৯৭ নং স্মারকের বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

(গ) এতদবিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৭২.২০১৪-০৭—যেহেতু, ডাঃ রিফাত সুলতানা গত ০১-০৬-২০১৪ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকায় সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) পদে যোগদান করে গত ১২-৭-২০১৪ তারিখ হতে ১৫-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ০৪(চার) দিনের ছুটি নিয়ে ঈদ-উল-আযহা উদযাপনের জন্য গ্রামের বাড়িতে গমন করেন এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দাখিলসহ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা থেকে গত ০৯-০৭-২০১৫ তারিখে তাঁকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাঁরপরও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং কোথায় অবস্থান করেছেন তাও কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে গত ৬-১০-২০১৫ তারিখে পত্র প্রাপ্তির ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং পত্রের কোন জবাবও প্রদান করেননি;

২। যেহেতু, শিক্ষানবিসকালে তাঁর উপরোক্ত কার্যকলাপ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এর ৬(২) (ক) এবং নিয়োগপত্রের 'খ' শর্তানুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং অপরাধের জন্য তার চাকরি অবসানযোগ্য;

৩। সেহেতু, এক্ষণে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকার শিক্ষানবিস সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ডাঃ রিফাত সুলতানা-কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এর ৬(২) (ক) বিধি এবং নিয়োগপত্রের (খ) শর্তানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর চাকুরী অবসানের (Dismissal from service) আদেশ দেয়া হলো।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আনসার অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৪.১১.০০৪.১৪(অংশ-১)-২৯৫—যেহেতু আপনি জনাব এসএম জাকির হোসেন, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ও জেলা কমান্ড্যান্ট (চলতি দায়িত্ব) আনসার ও ভিডিপি লালমনিরহাট, সাময়িকভাবে বরখাস্ত বর্তমানে সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকাতে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং ০৪.৫১২.০৩৫.০০.০০.০১৮.২০১২-২৩৫ তারিখ ২-৯-২০১৪ খ্রিঃ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, লালমনিরহাট এর স্মারক নং ০৫.৪৩.০০০০.০০২.০৩.০০০১.১৪-২১৬ তারিখ ৩-৮-২০১৪ খ্রিঃ প্রাপ্ত পত্রদ্বয় হতে দেখা যায় যে, আপনি সর্বশেষ গত ১৬-৪-২০১২ তারিখে লালমনিরহাট জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিগত ১৬-৫-২০১২, ১৪-৬-২০১২, ১৮-৭-২০১২, ১২-৮-২০১২, ১৭-১০-২০১২, ১২-১২-২০১২, ১৩-১-২০১৩, ১১-২-২০১৩, ১২-৩-২০১৩, ১০-৪-২০১৩, ১২-৫-২০১৩, ১২-৬-২০১৩, ৮-৭-২০১৩, ২০-৮-২০১৩, ১২-৯-২০১৩ ও ১০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ গুলোতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে সভায় অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি ১৩-৯-২০১২ ও ১২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আপনি নিজে অনুপস্থিত থেকে প্রতিনিধিও প্রেরণ করেন নাই। আপনি অফিস প্রধান হয়েও মে' ২০১২ হতে জুলাই' ২০১৪ মাস পর্যন্ত ২ বৎসর ৩ মাস যাবৎ ক্রমাগতভাবে জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির মাসিক সভায় অনুপস্থিত রয়েছেন। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ মাসিক সভা গুলোতে ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকার কারণে আপনার আওতাধীন বাহিনীকে আইন-শৃংখলা রক্ষা, জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা, নাশকতা প্রতিরোধ এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সঠিকভাবে সম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমূহের সভায় জেলা পর্যায়ের অফিস প্রধানদের উপস্থিতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আপনি জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা এবং জেলা উন্নয়ন কমিটির সভায় ক্রমাগতভাবে মে' ২০১২ হতে জুলাই' ২০১৪ মাস পর্যন্ত ০২ বৎসর ০৩ মাস যাবৎ অনুপস্থিত থেকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারা "অসদাচরণ" করেছেন। আপনার বিরুদ্ধে অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়।

২। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন জবাব দাখিল না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনানুগত্য প্রকাশ করেছেন। আপনার এহেন আচরণ অসদাচরণের সামিল। আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংশোধনের সম্ভবনা নেই বিধায় ২৭-৭-২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। তবে "আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং পরবর্তীতে এমন হবে না মর্মে উল্লেখ করেছেন।" আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রাথমিকভাবেই আপনার দায়িত্ব পালনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে অবহেলা প্রদর্শনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায় বিভাগীয় মোকদ্দমার এ পর্যায়ে আপনাকে দণ্ড প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩। আপনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হয়ে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এ বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। সার্বিক বিবেচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিতি হয়ে লিখিত বক্তব্য, সরকার পক্ষের বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণের' অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা বিবেচনাপ্রসূত হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব এসএম জাকির হোসেন, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ও জেলা কমান্ড্যান্ট (চলতি দায়িত্ব) আনসার ও ভিডিপি লালমনিরহাট, (সাময়িকভাবে বরখাস্ত বর্তমানে সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকাতে সংযুক্ত) কে ভবিষ্যতে আরও মনোযোগী, যত্নশীল এবং সতর্কতার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারার অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)বি ধারায় ২(দুই) বছরের জন্য 'পদোন্নতি স্থগিত রাখার দণ্ড' প্রদান করা হলো।

৫। উল্লেখ্য ২৭-৭-২০১৫ তারিখের সাময়িক বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহার করা হলো এবং বরখাস্তকালীন সময় কর্তব্যকাল হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

কারা-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ পৌষ ১৪২২/১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০২.১৫-২৪৬/২৮৮—১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২০১৫ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য কয়েদীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ছকে ১০(দশ) জন কয়েদীর আরোপিত জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	কয়েদী নম্বর, নাম, পিতার নাম ও বয়স	কারাগারের নাম
(১)	কয়েদী নং-৩৯৭৭/এ মোছাঃ আকলিমা বেগম, পিতা-সন্তোষ ঘাঢ়, p/s-সুলতান, বয়স-৩২ বছর।	শেরপুর জেলা কারাগার
(২)	কয়েদী নং-৯০৯৩/এ ঐরুদ্দিন, পিতা-খইর উদ্দিন, বয়স-৬০ বছর	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার
(৩)	কয়েদী নং-৮৫৫/এ নুর মোহাম্মদ, পিতা মৃত মুন্সি মিয়া, বয়স-৬৫ বছর।	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার
(৪)	কয়েদী নং-১৪৫৩/এ মোঃ রাজু, পিতা-আব্দুস সাত্তার, বয়স-৩২ বছর।	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
(৫)	কয়েদী নং-৩৭৯৭/এ মামুন মিয়া, পিতা-গফুর মাস্টার, বয়স-৪৯ বছর।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার
(৬)	কয়েদী নং-৭৩৯১/এ সেলিম মিয়া, পিতা-সানুর মিয়া, বয়স-৩০ বছর।	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার
(৭)	কয়েদী নং-৭৩৯২/এ রুকুব উদ্দিন, পিতা-আঃ মালিক, বয়স-২৭ বছর।	
(৮)	কয়েদী নং-৪৫১৩/এ লিটন লাল চৌধুরী, পিতা-মৃত শান্ত চৌধুরী, বয়স-২৮ বছর।	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার
(৯)	কয়েদী নং-৩৭০৭/এ মোঃ সুরমাইল (ছবি), পিতা-আঃ মান্নান, বয়স-৩৭ বছর।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার
	অচল, অক্ষম, দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট এবং দুরারোগ্য মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত মোট ০১(এক) জন।	
(১০)	কয়েদী নং-১৮২/এ মোঃ আনছার আলী, পিতা-ওসমান গনি, বয়স-৮০ বছর।	রংপুর জেলা কারাগার

২। এ আদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ পৌষ ১৪২২/২৭ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৭৬৫—গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার মামলা নং-১৩, তারিখ ১২-০১-১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)/৭/১০/১১/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ ঢাকা রংপুর মহাসড়কের কোমরপুর হতে বিটিসি মোড় এবং পলাশবাড়ী হতে গাইবান্ধা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে মামলার আসামীগণ কেহ কেহ অর্থ সাহায্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজসে ও সহায়তায় লাঠিসোটা ও ককটেল বোমাসহ অস্ত্রসস্ত্রে স্বজ্জিত হয়ে ককটেল বিস্ফোরণ, ইটপাটকেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে আতংক সৃষ্টি করার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২ ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৭৬৬—গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার মামলা নং-০৫, তারিখ ০৭-০২-১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে ২০০ গজ পূর্বদিকে পলাশবাড়ী হতে গাইবান্ধা পাকা রাস্তার উপর মামলার আসামীগণ জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে যানবাহন ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষতিসাধন, আতংক সৃষ্টি ও উক্ত কাজে সহায়তা করার অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২ ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২১ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.১৫-৭৫৬—ডিএমপি, ঢাকার শাহবাগ থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ ২৭-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৮/৯/১২/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ শাহবাগ থানাধীন সেগুন বাগিচাস্থ বারডেম-২ (মা ও শিশু) হাসপাতালের সামনে রাস্তার উপর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর এর সমর্থনে মিছিল করে ককটেল বোমা, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতংক ও ত্রাস সৃষ্টি করতঃ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২ ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.১৫-৭৫৭—সিএমপি, চট্টগ্রাম খুলশী থানার মামলা নম্বর-০৫, তারিখ-০৫-০৬-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৮/৯/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ খুলশী থানাধীন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন এ সামনের কম্পাউন্ডে পরস্পর যোগসাজসে বর্তমান সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্তিমূলক, উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক তথ্য সম্বলিত বক্তব্য প্রচার পত্রে মুদ্রণ ও প্রচার করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.১৫-৭৫৮—বগুড়া জেলার বগুড়া সদর থানার মামলা নম্বর-৮১, তারিখ-২৯-৬-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)(ঈ)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ বগুড়া সদর থানাধীন এরুলিয়া উত্তর পাড়া জনৈক আবুল হোসেন এর বসত বাড়ীতে সরকার বিরোধী জিহাদী বই বিতরণ প্রচারণাসহ নাশকতার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসের লক্ষ্যে উস্কানী ও সহায়তা করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলাউদ্দিন পাটোয়ারী
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ পৌষ ১৪২২/১৭ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.২০১৫-৭৪৯—খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার সাধারণ ডায়েরী নং-৮৪২, তারিখ-১৭-১১-২০১৫ খ্রি: মোতাবেক ডুমুরিয়া থানাধীন বেতাগ্রাম সাকিনস্থ জামে মসজিদের সামনে জামায়াত শিবির ও বিএনপি'র মোঃ সাঈদ শেখ (৪২), পিতা-রুহুল আমিন, সাং-মালতিয়া ও এনায়েত বিশ্বাস (৩৫), পিতা-মৃতঃ মহিরুদ্দীন বিশ্বাস, সাং-টোলনা উভয় থানা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা গংসহ ১৫/২০ জন নেতাকর্মী যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তিসহ সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে সরকার ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিরুদ্ধে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, আপত্তিকর, উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে নিয়োজিত বিচারক ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের হত্যাসহ নির্বাচিত সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছে যা পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২০-খ ও ১২৪-ক ধারার অপরাধ। উক্ত ঘটনা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহ বিধায় পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২০-খ ও ১২৪-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ও ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

সীমান্ত শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৬.১৮.০০১.১২-০৫—বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০ এর ১১২ ধারা অনুযায়ী নিম্নরূপ বর্ডার গার্ড আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলোঃ

সভাপতি

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা) সদর দপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

সদস্যবৃন্দ

২। লেঃ কর্ণেল (জেএজি বিভাগ) সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

৩। জনাব কে. এম. জাহিদ সারওয়ার বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটার্নী জেনারেল অ্যাটার্নী জেনারেল এর অফিস বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কমল কান্তি বৈদ্য
অতিরিক্ত সচিব।

সীমান্ত শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ জানুয়ারি ২০১৬/২২ পৌষ ১৪২২

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.০৩.০৯৫.২০১৩-১১—বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত ০৮(আট) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)", ১০ (দশ) জনকে " প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)", এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রসস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যণিষ্ঠা, সততা ও শৃংখলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংনীয় অবদানের জন্য ০৭(সাত) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)- সেবা", ও ০৬ (ছয়) জনকে " প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)-সেবা" প্রদান করা হলো ঃ

ক। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)।

ক্র:	ব্যক্তিগত নং/ সরকারি সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
(১)	৫০৩	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, (সি), পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)	১,৫০০/- (একহাজার পাঁচশত)
(২)	১২১৫	কমান্ডার মোহাম্মদ দুরুল হুদা, (এন), বিএন			
(৩)	১৯৪৬	লেঃ এম হাবিবুর রহমান, (এক্স), বিএনভিআর			
(৪)	২০৭১	লেঃ এ এন এম রাকিব-উল হাসান, (এক্স), বিএন			
(৫)	২০৯০	লেঃ এ এম রাহাতুজ্জামান, (এক্স), বিএন			
(৬)	৮৬০৪৫৫	এম আমিনুল হক, সিপিও			
(৭)	৯২০৫৪৯	এম শহিদুল ইসলাম, পিওআরএস (জি)			
(৮)	৯৭০০৩৮	ডি আই উদ্দিন, পিও (রাইটার)			

খ। প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)।

ক্র:	ব্যক্তিগত নং/ সরকারি সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
(১)	৯৮৬	কমান্ডার মোহাম্মদ হাবিব-উল-আলম, (এইচ-১), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
(২)	২১২২	লেঃ সৈয়দ আব্দুর রউফ, (এক্স), বিএনভিআর			
(৩)	২৩০৯	লেঃ ডিকসন চৌধুরী, (এক্স), বিএনভিআর			
(৪)	২৪৬৫	সাঃ লেঃ মোহাম্মদ আবুল হাসেম, (এসডি)(কম), বিএন			
(৫)	৯১০১৫২	এম জাকির হোসেন, সিপিও			
(৬)	৯৫০২৫২	মোঃ মকবুল হোসেন, পিও (কিউএ-১)			
(৭)	৯৮০০৫৬	এম দেলোয়ার হোসেন, ইআরএ-৩			
(৮)	৯৮০০৮৬	এম এম রহমান, পিও (সিডি)			
(৯)	২০০৪০৪৫৫	এম ফেরদৌস শাহ্, এলআরও (জি)			
(১০)	৯৫০১৮	মোঃ হানিফ মিয়া, এমটিডি			

গ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএমএস)-সেবা।

ক্র:	ব্যক্তিগত নং/ সরকারি সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
(১)	৩৮৫	কমডোর ইয়াহ্ইয়া সৈয়দ, (সি), এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (সেবা)	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
(২)	৫৮৬	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ কাউসার আলম,(জি), পিএসসি, বিএন			
(৩)	৮৫১	ক্যাপ্টেন এম মাকসুদ আলম,(ই), এনইউপি, পিএসসি, বিএন			
(৪)	১০৮৫	কমান্ডার মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম, (এল), বিএন			
(৫)	১১০৭	কমান্ডার মোহাম্মদ মনজুরুল হোসেন খান, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন			
(৬)	১৮৩৯	লেঃ কমান্ডার আফসার উদ্দিন আহমেদ, (ই), বিএন			
(৭)	৮৩০০৮৮	মুন্সী মোঃ খায়রুল বাছিদ, চীফইআরএ, (ভিএম)			

ঘ। প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএমএস)-সেবা।

ক্র:	ব্যক্তিগত নং/ সরকারি সংখ্যা	পদবী ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
(১)	৯৩৬	কমান্ডার আবু তাহের মোহাম্মদ রেজাউল হাসান, (সি), বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (সেবা)	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
(২)	২০০১০০০৯	এম মিজানুর রহমান, এলআরইএন			
(৩)	২০০২০০৫১	এম মঞ্জুরুল ইসলাম, এলএস			
(৪)	২০০৭০৭০২	মোঃ আব্দুল করিম, এলরাইটার			
(৫)	৯৫০০৫	মোঃ ফজলুর রহমান, প্রধান সহকারী			
(৬)	৯৫০১১	মোঃ খন্দকার মাসুম, অফিস সহকারী			

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০২.১২-৫৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পদক প্রাপ্তগণ এ পদক, নগদ এককালীন অর্থ ও বেতনের সাথে মাসিক অর্থ প্রাপ্য হবেন।

৩। এ বাবদ ব্যয় কোস্ট গার্ডের চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'কোড নং ৪৮৯৯-অন্যান্য ব্যয়' খাত হতে সংকুলান করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

পুলিশ শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ পৌষ ১৪২২/২২ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৫.১৮.০০১.১২-৮১৩—র‍্যাবে প্রেষণে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আনসার ও ভিডিপি, কোস্টগার্ড এবং সিভিল প্রশাসন এর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি বিপিএম, পিপিএম, বিপিএম-সেবা, পিপিএম-সেবা পদক প্রাপ্ত হন তবে প্রেষণ শেষে মার্তৃইউনিটে ফেরত গেলেও পদক প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের "মাসিক পদক ভাতা" সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মার্তৃইউনিট থেকে প্রদান করা হবে। এছাড়া পদকের জন্য বিবেচনা করার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বেই যদি কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণ সমাপ্তে মার্তৃ ইউনিটে প্রত্যাবর্তন করেন সেক্ষেত্রে র‍্যাবে থাকাকালীন কর্মকাণ্ড/অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদকের জন্য বিবেচনা করা হবে, এ ক্ষেত্রেও পদক প্রাপ্ত সদস্যের এককালীন অনুদান মার্তৃ ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফারজানা জেস্‌মিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭১.২০১৫-০৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ সাইফুজ্জামান (১৩২৪৫৩), সহকারী সার্জন, দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা দক্ষিণখান থানার মামলা নং-৩০, তারিখঃ-২৩-০৮-২০১৫ (ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন (সংশোধন-২০১৩) এর ৮/৯(৩)/১৩) এর আসামী হিসেবে গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছেন;

যেহেতু, বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ সাইফুজ্জামান (১৩২৪৫৩), সহকারী সার্জন, দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকাকে বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ২৭-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলঃ

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৭ পৌষ ১৪২২/১০ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৩.২০১৪-১০—যেহেতু, ডাঃ মাহফুজা রহমান (৪৩৩১১), ইনডোর মেডিকেল অফিসার, জেনারেল সার্জারী, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা গত ০১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৪-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৩.২০১৪-৫৯৩** নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৪-৬-২০১৫ তারিখের **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৩.২০১৪-৩৪৯** নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২৪-১১-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০৩৬.২০১৫-৪১৬ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৪-১২-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মাহফুজা রহমান (৪৩৩১১), ইনডোর মেডিকেল অফিসার, জেনারেল সার্জারী, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-১০-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১৪০/২০০৯-১১—যেহেতু, ডাঃ বিলকিস ফেরদৌস আরা (৪১২৬৮), সহকারী অধ্যাপক (বায়োকেমিষ্ট্রি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ও সংযুক্ত শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা গত ১৫-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১৯-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্বাপকম/শৃঙ্খলা-১/১-১৪০/২০০৯-১০৫৩ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ১৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১৪০/২০০৯-৫৩১নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২৪-১১-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০৩৮.২০১৫-৪১৫নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৪-১২-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ বিলকিস ফেরদৌস আরা (৪১২৬৮), সহকারী অধ্যাপক (বায়োকেমিস্ট্রি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ও সংযুক্ত শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৫-০১-২০০৯ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৯.২০১৫-১৬—যেহেতু, ডাঃ মোঃ শামসুর রহমান (৩৮৩৪৯), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর, লক্ষ্মীপুর থানার মামলা নং-সিআর-৭৩১/১৫ মোতাবেক বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গত ০৪-০৮-২০১৫ তারিখে জেল হাজতে প্রেরিত বাংলাদেশ সার্ভিস রুল্‌স (পার্ট-১) এর বিধি-৭৩ মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১২-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৯.২০১৫-৬৮৩ নং আদেশ তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত-১, লক্ষ্মীপুর গত ১৫-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের আদেশ তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে ডাঃ মোঃ শামসুর রহমান (৩৮৩৪৯), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর, এর ১২-১০-২০১৫ তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁকে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়-কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১০ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৩.২০১৫-১২—যেহেতু, ডাঃ শেখ সাদিয়া হক (১২৯১২৭), মেডিকেল অফিসার, বল্লভাদী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নগরকান্দা, ফরিদপুর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০৯-১১-২০১৫ তারিখে **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৩.২০১৫-৭৮২** নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শেখ সাদিয়া হক (১২৯১২৭), মেডিকেল অফিসার, বল্লভাদী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নগরকান্দা, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সাগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সর্তকতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ২৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৩.২০১৫-১৩—যেহেতু, ডাঃ মোঃ বাদশা মিয়া (১১১৩২৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থো-সার্জারী), জেলা সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম গত ০২-০৫.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১১-১১-২০১৫ তারিখে **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৩.২০১৫-৭৫৪** নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ বাদশা মিয়া (১১১৩২৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থো-সার্জারী), জেলা সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য, তার শারীরিক অসুস্থতা এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর ০২-০৫.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি এবং ৬-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে পাওনা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৭.২০১৫-১৪—যেহেতু, ডাঃ এ. কে. এম. শহীদুর রহমান (৩৮০৮৬), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ইসলামপুর, জামালপুর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১৮-১১-২০১৫ তারিখে **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৩.২০১৫-৭৭৬** নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ এ. কে. এম. শহীদুর রহমান (৩৮০৮৬), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ইসলামপুর, জামালপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য, তার শারীরিক অসুস্থতা এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৫-০৭.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ১২ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৬.২০১৫-২৬—যেহেতু, ডাঃ শায়লা ফেরদৌস আহসান (১০১৭১২৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মদন, নেত্রকোনা বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৯-১১-২০১৫ তারিখে **৪৫.১৫০. ০২৭.০১.০০.১৪৬.২০১৫-৮০৯** নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১০-০১-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৭-১১-২০০৮ তারিখে সিমুলিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঝিকরগাছা, যশোর সহকারী সার্জন পদে যোগদানপূর্বক সততা ও সুনামের সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। ২৫-০৯-২০১১ তারিখে ফিনল্যান্ডের তুরকু ইউনিভার্সিটি হতে বায়োমেডিক্যাল ইমার্জিং-এ দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সের জন্য মনোনীত হয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গত ২৫-০৯-২০১১ তারিখে ১০-১০-২০১১ হতে ১০-১০-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বহিঃ বাংলাদেশ দুই বছর অধ্যায়নের নিমিত্ত অবৈতনিক/অসাধারণ ছুটির জন্য করে ইউনিভার্সিটির উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা থাকায় তিনি গত ২১-১০-২০১১ তারিখ তুরকু ইউনিভাসিটিতে নিয়মিত ছাত্রী হিসাবে ক্লাস শুরু করেন। ২৭-০২-২০১৫ইং তারিখে তুরকু ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি তার অর্জিত উচ্চতর ডিগ্রি দেশের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শায়লা ফেরদৌস আহসান (১০১৭১২৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মদন, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য, শারীরিক অসুস্থতা এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ২১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জানুয়ারি ২০১৬

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮-৪৪৪—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮/২০১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত নতুন ঔষধ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি পুনঃসংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুর্নগঠন করা হলো:

সভাপতি

(১) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইডিসিএল

(৪) পরিচালক (কেমিক্যাল), বিনিয়োগ বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

(৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা

(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন

(৭) প্রতিনিধি, এফ বি সি সি আই, ঢাকা

(৮) জনাব মোঃ রুহুল আমিন, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নতুন ঔষধ শিল্প স্থাপনের নীতিমালা প্রস্তুত করা;

(২) ঔষধ শিল্প অনুসরণের জন্য সিজিএমপি/জিএমপি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুত করা;

(৩) নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঔষধ শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা যথা প্রকল্পের বাগানের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বিষয়ক প্রযুক্তির সফটওয়্যার, উৎপাদিত ঔষধের ধরণ ও পরিমাণ, জনবল, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সিজিএমপি/জিএমপি এর বিষয়াদি বিবেচনা করা;

(৪) বর্তমানে চালু ঔষধ শিল্পসমূহের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের প্রস্তাব মূল্যায়ন করা এবং

(৫) উদ্যোক্তাকে নতুন ঔষধ শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ ও অনুমোদন প্রদান করা।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গৌতম কুমার
উপসচিব।

হাসপাতাল-২ অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৩.২০১৫-১৩—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর ১.০ শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, ঢাকার নাম পরিবর্তন করে "রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা" নামকরণ করা হলো। সমঝোতা স্মারকের ৭.০ শর্ত অনুসারে উক্ত হাসপাতাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি

(২) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে

(৪) যুগ্ম-সচিব (পার), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৫) পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৬) পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৭) ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার, ঢাকা বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে

সদস্য-সচিব

(৮) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। সভাপতির অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি এ কমিটির সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩। **কমিটির কর্মপরিধিঃ**

(১) হাসপাতালের সার্বিক পরিচালনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;

(২) হাসপাতালের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীতব্য প্রকল্প প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করবে;

(৩) হাসপাতালে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের জন্য চাহিদা চিহ্নিত করবে;

(৪) কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হবেন;

(৫) কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুমোদিত বাজেট এর মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(৬) কমিটি প্রয়োজন বোধে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে; এবং

(৭) চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১২ মাঘ ১৪২২/২৫ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-১৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	নটখোলা	৪৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(২)	রামনগর	১২৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৩)	কুঞ্জনগর	১৩০	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৪)	দামোদরদী	২২৭	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৫)	রজক	২৩০	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৬)	শৌলডুবী	৩৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৭)	পূর্বমোড়হাট	৯৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৮)	উত্তর গোপীনাথপুর	১২৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৯)	কৃষ্ণনগর	১৩৪	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(১০)	দহিসারা	২২৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(১১)	অজলবেড়া	২৪	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১২)	ধোপাপাড়া	৯৫	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৩)	দরি হরিহরনগর	৯৬	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৪)	বাহিরবাগ	১০৮	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৫)	দূর্গাপুর	১২৫	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৬)	বারাংকুলা	১৩৪	বোয়ালমারী	ফরিদপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১৭)	সহস্রাইল	১৩৯	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৮)	সুতালিয়া	১৬৫	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৯)	রুপাপাত	১৭৮	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২০)	হরিহরনগর	৯২	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২১)	গুনবহ	১০৩	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২২)	কামারগ্রাম	১০২	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২৩)	বাগডাঙ্গা	১৪৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২৪)	সোনানগর	৯৪	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২৫)	দেউলি	১৪৪	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২৬)	চরলক্ষীপুর	৫০	মধুখালী	ফরিদপুর
(২৭)	জগন্নাথদী	১০১	মধুখালী	ফরিদপুর
(২৮)	পার আশাপুর	৪৪	মধুখালী	ফরিদপুর
(২৯)	মাঝকান্দি	১১৩	মধুখালী	ফরিদপুর
(৩০)	মনোহরদিয়া	১২৬	মধুখালী	ফরিদপুর
(৩১)	তেতুলিয়া	৫৮	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(৩২)	খোর্দ্দমেগচামী	১৩১	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(৩৩)	গাড়াল	৯০	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৪)	বয়রাট	১৪২	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৫)	সর্ব কুলটিয়া	২৪৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৬)	বড় চৌবাড়িয়া	২৫৬	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৭)	হরিনবাড়ীয়া	২৯০	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৮)	ভূইয়াপাড়া	২০	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৩৯)	হরিদাসপুর	৩৫	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪০)	কাজুলিয়া	৬৭	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪১)	তারগ্রাম	৭১	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪২)	বলাকুড়ি	৭২	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪৩)	খেলনা	৮৫	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪৪)	পাচুরিয়া	১০৯	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪৫)	চর ঘোনাপাড়া	১১৪	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪৬)	তেঘরিয়া	১১৭	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪৭)	পারকুশলী	১২১	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪৮)	টিহাটী	৩৫	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৪৯)	ছত্রকান্দা	৪৬	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৫০)	ঘাগর	৫১	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৫১)	মধুর নাগড়া	৬২	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৫২)	হরিনাহাটি	৬৩	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৫৩)	ঘুগ্রাহাটি	৯১	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৫৪)	মাচারতারা	৯৮	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৫৫)	দাশেরহাট	১৬	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৫৬)	অর্জুনদহ	২২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৫৭)	উত্তর নারায়ণপুর	৬১	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৫৮)	বামনডাঙ্গা	১৮২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৫৯)	রাহুথর	১২১	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৬০)	জাফরাবাদ	১০৩	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
(৬১)	কালাই সরদারের চর	১০৭	কালকিনি	মাদারীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৩ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/০৬ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৩.৭৫৯.০১৪.১৫.০০.০১৮.২০১৫-৫৮৫**—নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার চররমজান সোনাউল্লাহ মৌজায় মেঘনা ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও চূড়ান্ত লাইসেন্সপ্রাপ্তির জন্য জনাব মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মেঘনা পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ, ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস্ লিঃ, তাসনীম কেমিকেল কমপ্লেক্স লিঃ, তাসনীম স্টীল কমপ্লেক্স লিঃ, মেঘনা এডিবল অয়েল রিফাইনারী লিঃ, ইউনাইটেড সুগার মিলস্ লিঃ, ইউনিদেব (বিডি) লিঃ, তানভীর পেপার মিলস্ লিঃ, গ্রেইনকো ট্রেডিং (বিডি) লিঃ, তানভীর ষ্টীল মিলস্ লিঃ ও ইউনিদেব ট্রেডিং (বিডি) লিঃ, মেঘনা সীড ক্রাশিং মিলস্ লিঃ, ফ্রেশভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ এর মালিকানাধীন তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৬৭.৯১৬৩ একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন, লেভেল-১৫, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ভূমি উন্নয়ন ও ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়েছে এবং মাস্টার প্লান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আরো ভূমি উন্নয়নসহ শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

প্রতিষ্ঠান: তাসনীম কেমিকেল কমপ্লেক্স লিঃ, তাসনীম স্টীল কমপ্লেক্স লিঃ, ইউনিদেব (বিডি) লিঃ, তানভীর পেপার মিলস্ লিঃ, তানভীর ষ্টীল মিলস্ লিঃ ও ইউনিদেব ট্রেডিং (বিডি) লিঃ।

তফসিল-১

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: চররমজান সোনাউল্লাহ, জে এল নং ২৩২

আর.এস. খতিয়ান নং-৭, ১৮,১৯, ২১, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৮৭, ৯৩, ১০৪, ১১১, ১৩২, ১৪৪, ২৩৬, ২৪০, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৯, ২৯২, ৩০০, ৩১৩, ৩১৫, ৩২৩, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৫৬, ৩৯০, ৩৯১, ৪১৪, ৪৫২, ৪৫৯, ৪৭০, ৪৮৮, ৫১০, ৫১২, ৫১৩, ৫৩০, ৫৪০, ৫৪৬, ৬১১, ৬৬৪, ৬৭৯, ৬৮০, ৭১৪, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৫৭, ৭৫৯, ৭৭০, ৯৩, ১০৪, ২৩৬, ২৪০, ৪৮৮, ৪৮৯।

মোট ৫৬টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং-১৭৪৯/১৯০৯, ১১৪৭, ১১৪৯, ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪০৬, ১৪০৭, ১৪০৮, ১৪১১, ১৪১২, ১৪১৩, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪১৯, ১৪২০, ১৪২১, ১৪২২, ১৪২৩, ১৪২৪, ১৪২৫, ১৪২৬, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৪২৯, ১৪৩০, ১৪৩২, ১৬৫৩, ১৬৫৪, ১৬৫৫, ১৬৫৬, ১৬৫৭, ১৬৫৯, ১৬৬০, ১৬৬১, ১৬৬২, ১৬৬৩, ১৬৬৪, ১৬৬৫, ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭৪, ১৬৭৫, ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৬৭৯, ১৬৮০, ১৬৮৫, ১৬৮৬, ১৬৮৭, ১৬৮৮, ১৬৮৯, ১৬৯০, ১৬৯১, ১৬৯২, ১৬৯৩, ১৬৯৪, ১৬৯৯, ১৭০১, ১৭০২, ১৭০৫, ১৭০৬, ১৭০৯, ১৭১০, ১৭১৩, ১৭১৪, ১৭১৫, ১৭১৬, ১৭১৭, ১৭১৮, ১৭১৯, ১৭২০, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৫, ১৭২৭, ১৭২৮, ১৭৩০, ১৭৩১, ১৭৩২, ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৮, ১৭৩৯, ১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৩, ১৭৪৪, ১৭৪৫, ১৭৪৬, ১৭৪৭, ১৭৪৮, ১৭৪৯, ১৭৫১, ১৭৫২, ১৪৩২/১৯০২, ১৭০৭/১৯০৭।

মোট= ১০৪টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ২৫.৭৭৫৬ একর।

চৌহদ্দি: উত্তরে-সরকারি হালট, দক্ষিণে-বসুন্ধরা গ্রুপ, পূর্বে-সরকারি হালট, পশ্চিমে- ঝাউচর গ্রাম।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ২১১৬/২০০০, ২৭৫৫/২০০০, ৩২২২/২০০০, ৩৬৮৮/২০০০, ৫০৬২/২০০০, ৫৭৮৩/২০০০, ৬৬২০/২০০০, ৬৬২২/২০০০, ৬৭৯৫/২০০০, ৯৩২২/২০০০, ৩৫৭/০১, ১৩৪১/০১, ১৬০৩/০১, ৩৪৭১/০১, ৩৭৯৯/০১, ৩৯৬০/০১, ৪৮২৩/০১, ৪৮৫৭/০১, ৬৫৭৬/০১, ৯৩০৬/০১, ৬৭৬০/০২, ৯৮৯৩/০৫, ৭৭৬২/০৬, ৩৫৬০/০৭, ৩৭৩/০৮, ২৪৪৫/০৮, ৩৯৯৬/০৮, ৪৪৫১/০৮, ৪৪৭৩/০৮, ৪৭৮৯/০৮, ৬১৬৮/০৮, ৬৯৩৯/০৮, ৭৬৩৮/০৮, ১২২৫৫/০৮, ১২২৫৬/০৮, ১২২৫৭/০৮, ৫৯৪২/০৯, ৭৭১৯/০৯, ৭৭২১/০৯, ৮৩১৭/০৯, ১০৫১৩/০৯, ১১২৯৭/০৯, ১৪৯৮৫/০৯, ১০৬২/১০, ৭০০৯/১০, ১৮৫৮২/১০, ২১০৮৩/১০, ২১০৮৪/১০, ১৯৭৫/১১, ১১৪৪৬/১১।

প্রতিষ্ঠান: ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস্ লিঃ, মেঘনা এডিবল অয়েল রিফাইনারী লিঃ, ইউনাইটেড সুগার ফিডস্ লিঃ, গ্রেইনকো ট্রেডিং (বিডি) লিঃ, মেঘনা সীডস্ ক্রাশিং মিলস্ লিঃ।

তফসিল-২

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: চররমজান সোনাউল্লাহ, জে এল নং ২৩২।

আর. এস. খতিয়ান নং ৮, ১৪, ৪৫, ৫০, ৬৬, ৮৯, ৯৩, ৯৭, ১১৪, ১৯৮, ২০০, ২০৮, ২১১, ২১২, ২২৩, ২৩১, ২৬৩, ২৮০, ৩০০, ৩০১, ৩০৮, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৬০, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৯৮, ৪১০, ৪১৯, ৪২১, ৪৩২, ৪৩৭, ৪৪৯, ৪৬১, ৪৬৫, ৪৭৮, ৪৯৪, ৪৯৬, ৪৯৮, ৫১২, ৫৬৯, ৫৮১, ৫৯৫, ৫৯৮, ৬০৮, ৬২৪, ৬৩১, ৬৫৮, ৬৬১, ৬৬৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৯৫, ৭১০, ৭২০, ৭৩৪, ৭৩৭, ৭৫২, ৭৫৪, ৭৬০, ৭৭৬, ৭৪,৭১৯, ৩০৩,৪৩১।

মোট-৭২টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং ৪২৭, ৩১০, ৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩২২, ৩২৪, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৬, ৪৯১, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০৩, ৫২৯, ১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩১, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৭, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৬৩৪, ১৬৭০, ১৬৭৫, ১৭৩৬, ১৭৩৭, ৪১৩/৫২২, ৪১৩/৫২১, ৪৭৬, ৫১৪, ৪৭৬, ৫২৭, ৪৭৬/৫২৭।

মোট= ১১১ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ২৬.৬৩০০ একর

চৌহদ্দি: উত্তরে -মেঘনা নদী, দক্ষিণে- সরকারি হালট, পূর্বে - মেঘনা নদী, পশ্চিমে-সরকারি হালট।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ১৪৯৫/০২, ৩৮১৮/০২, ৬৪৭৫/০২, ৬৯৪৩/০২, ৬১৩/০৩, ৪২৯৮/০৩, ১৯২৬/০৪, ২৩০১/০৪, ২৩৪২/০৪, ২৩৪৭/০৪, ২৪৮৭/০৪, ২৪৮৮/০৪, ২৬৭২/০৪, ২৭৫২/০৪, ২৮৪৫/০৪, ২৯৮২/০৪, ২৯৮৯/০৪, ২৯৯২/০৪, ২৯৯৫/০৪, ৩১৪৬/০৪, ৩১৫৩/০৪, ৩২০৭/০৪, ৩২০৮/০৪, ৩৪৭৮/০৪, ৩৫৪৪/০৪, ৪২১৩/০৪, ৪২১৫/০৪, ৪২২৬/০৪, ৪২২৭/০৪, ৫০৬২/০৪, ৫৪১৬/০৪, ৫৬২৩/০৪, ৫৭২১/০৪, ৫৭৪৭/০৪, ৫৭৫৪/০৪, ৫৭৮২/০৪, ৫৩৮৮/০৪, ৬১০০/০৪, ৬১২১/০৪, ৬৭৮২/০৪, ৬৮৭৫/০৪, ৬৯১৯/০৪, ৭২৮৯/০৪, ২৭৫/০৫, ৩২১/০৫, ৭২৫/০৫, ৮০১/০৫, ১৫৩৮/০৫, ৪২০২/০৫, ৪২০৩/০৫, ৪২৬৯/০৫, ৪২৭০/০৫, ৪৩৯২/০৫, ৫৭১৯/০৫, ৬৩১৬/০৫,৭৫২৩/০৫, ৩৭৬/০৬, ৩৪০৭/০৬, ৫৮৮৩/০৬, ৫৮৮১/০৬, ৬৬৩১/০৬, ৭৬৪৮/১১, ১৯৭৫/১১, ১১৪৪৫/১১, ২২০৯/১৫।

প্রতিষ্ঠান: মেঘনা পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ

তফসিল-৩

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: চররমজান সোনাউল্লাহ, জে এল নং ২৩২।

আর. এস. খতিয়ান নং ১৩, ১৪, ৩২, ৯৬, ২১০, ২৩২, ২৩৩, ২৬৩, ২৭৮, ২৭৯, ২৯৩, ২৯৮, ৩০১, ৩২১, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৫০, ৩৬৫, ৩৯৯, ৪০০, ৪২০, ৪২৯, ৪৪৮, ৪৫১, ৫৫১, ৫৫৫, ৫৭৬, ৫৮০, ৫৮২, ৫৮৭, ৫৯৫, ৫৯৬, ৬০৪, ৬২৬, ৬৩৮, ৬৫৭, ৬৬২, ৬৬৬, ৭১৯, ৭২৮, ৭৬৮, ৭৮০, ৪০৬, ৭৫৫, ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৮০।

মোট-৪৭টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৭২, ৭৭, ৯০, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ২১৩, ২১৮, ২২০, ২২৩, ১২০৯, ১২১০, ১২১২, ১২২১।

মোট= ৮৭টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ১৫.৫১০৭ একর।

চৌহদ্দি: উত্তরে- চরলাউয়াদি মৌজা, দক্ষিণে- মেঘনা শাখা নদী, পূর্বে-ঝাউচর গ্রাম, পশ্চিমে - মেঘনা শাখা নদী ।

মোট জমির পরিমাণ (২৫.৭৭৫৬ + ২৬.৬৩০০ + ১৫.৫১০৭) = ৬৭.৯১৬৩ একর।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ২০৬৪১/১১, ৪৪৫৬/১১, ৪৪৫৮/১১, ৫০৫৫/১১, ৫০৭৫/১১, ২৩২২৮/১১, ২৪৫৩৮/১১, ২৪৯২৯/১১, ৩৯৮/১২, ৩৭৫৭/১২, ৩৮৪৮/১২, ৩৯৩০/১২, ৬৩০১/১২, ৬৭৬১/১২, ৬৭৭৮/১২, ৭৩০১/১২, ৯৫৪২/১২, ১৩৯৫৭/১২, ১৩৯৬৮/১২, ৩৬৬৯/১৩, ৩৬৭০/১৩, ৪০২১/১৩, ৬২১০/১৩, ১২১০৩/১৩, ১২০৮৬/১৩, ১২১০৫/১৩, ৭৪৮/১৪, ৯৭০১/১৪, ৯৭০২/১৪, ৯৭০৩/১৪।

মোহাম্মদ আইয়ুব
সচিব।